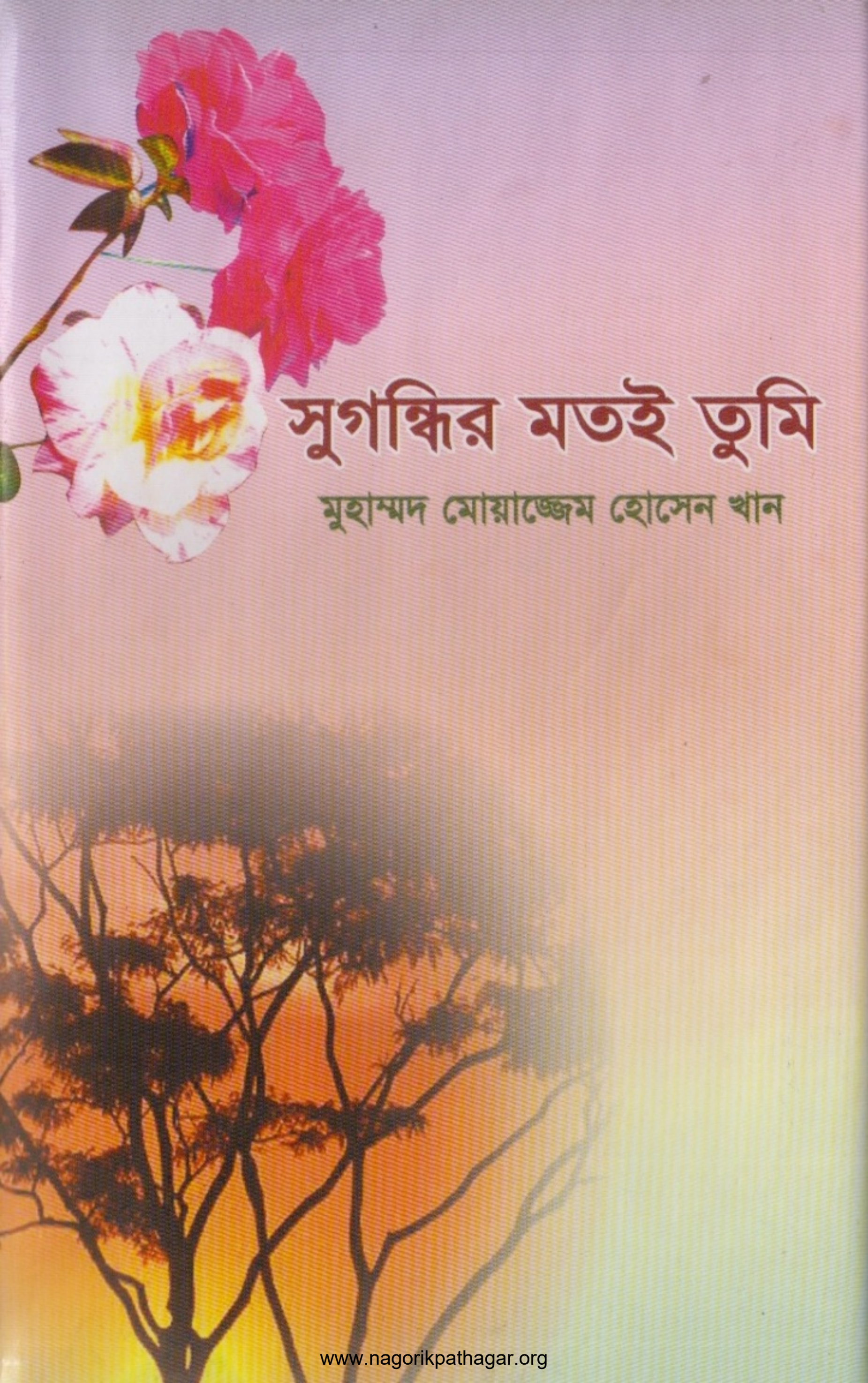

সুগন্ধির মতই তুমি

মুহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন খান

www.nagorikpathagar.org

মুহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন খান

জন্ম পটুয়াখালী জেলার মীর্জাগঞ্জ থানার পিপড়াখালী গ্রামে এক অভিজাত মুসলিম পরিবারে। ঢাকা কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। যৌবনের প্রারম্ভেই কবিতা এবং প্রবন্ধ লেখায় হাতে খড়ি। বিমান বাহিনীর ফার্স্ট-টার্ম চাকরি শেষ করার পর সাংবাদিকতাসহ পুনরায় লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেন। তার বেশ কিছু নিবন্ধ, প্রবন্ধ ও কবিতা দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তার প্রথম প্রকাশিত বই 'যুদ্ধ ষড়যন্ত্র ও দেশের সমস্যা'। পূর্ণ যৌবনে তার কাব্যশক্তিও পূর্ণতা পেয়েছে। তার কিছু ইসলামী কবিতার সমন্বয়ে প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সুগন্ধির মতই তুমি' প্রকাশিত হলো। তার আরও বই প্রকাশের পথে।

- প্রকাশক

www.nagorikpathagar.org

পারিবারিক গ্রন্থাগার

[illegible]

সুগন্ধির মতই তুমি

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

সুগন্ধির মতই তুমি

মুহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন খান

হাসনা প্রকাশনী

www.nagorikpathagar.org

সুগন্ধির মতই তুমি
মুহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন খান
প্রকাশক
রুবাইয়া নাদিয়া হুদা
হাসনা প্রকাশনী
নিউ এলিফ্যান্ট রোড
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
কাটাবন-ঢাকা -১০০০
বুকস অ্যান্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স (নীচ তলা)
৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৮৬২০৫৯০
©
লেখক
প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০০৩
বর্ণবিন্যাস
আল-আমীন কম্পিউটার্স
বুকস অ্যান্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা)
৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ
নাজমুল হাসান
মুদ্রণ ও বাঁধাই
আফতাব আর্ট প্রেস
ISBN-984-32-0931-1
মূল্য
৩৫ টাকা মাত্র

www.nagorikpathagar.org

পারিবারিক গ্রন্থাগার
তাসরীনা বিনতে মুজাহিদ

উৎসর্গ

মরহুম দাদা-দাদী
এবং
নানা-নানীর
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

ধারাক্রম

৯ লাখো লাখো মোমিনরা কৃতজ্ঞ তৃষ্ণার্ত
১০ যদি চিনতাম আমার জানাযা নামাযের ইমামকে
১১ সুনিয়মে সূর্য
১২ উদ্ভাবন
১৩ এ মন নয় আমার বিলাসীর মন
১৫ পূর্ণ বিশ্বাসী ছাড়া সফল হয়না
১৬ প্রায় শূন্য লাইব্রেরী
১৮ একদল মোমিন ছুটে চলছে
১৯ সুগন্ধির মতই তুমি
২০ নেতার আহবান
২২ জনতার স্বপ্ন
২৩ লাউকাঠি নদীর পারে
২৪ বীর জানাও আহবান
২৫ কাশ্মীর
২৬ প্রয়োজন
২৭ অপেক্ষা
২৮ কিছুই যায়নি ফুরিয়ে
২৯ নদী পায়রা
৩০ দেখতে চায়না দেশ
৩১ আগাম সম্ভাষণ
৩২ প্রভু মহা দয়াবান
৩৩ মধুর বিপ্লব
৩৪ হিংসায় জ্বলে জ্বলে
৩৫ নিঃশব্দের জীবনগুলো
৩৬ মানুষ
৩৮ এ যে অসীম জীবন
৩৯ জীবনের লক্ষ্য
৪১ সুন্দর স্বপ্নটি
৪২ তিক্ত পৃথিবী মধুর
৪৩ একদল বিশ্বাসী কবি
৪৪ হে মহান নেতা
৪৬ সব হবে ফাঁকা
৪৭ মূল্যবান জীবনটি
৪৮ অবেলায় ডাক পড়ে যাবেই

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

লাখো লাখো মোমিনরা কৃতজ্ঞ তৃষ্ণার্ত

রাত্রিতে মুক্ত আকাশে চেয়ে চেয়ে দেখি
এযে কিনারাহীন সৃষ্টি,
অগণ্য গ্রহ, নক্ষত্র আরও দূরে কত
দেখতে নেই মোদের দৃষ্টি।
কি এক রূপসী বস্তু রাতের আকাশে
উজ্জ্বল করে পৃথিবীরে,
রয়েছে নাড়ির টান এ ধরার সাথে
আরও রহস্য তাকে ঘিরে।
মানবেরে চিরদিন দিয়ে যায় সুখ
প্রিয় সে উপগ্রহ চাঁদ,
যদি দেখি সারারাত অসহ্য হবে না
কিঞ্চিৎ ফুরাবে না স্বাদ।
কেন হলো কার তরে কেবা বানালেন
কি তাঁর একমাত্রই লক্ষ্য,
অতি কাছে কাছে পাই প্রভু এক স্রষ্টা
মানব জাতি তাঁর মুখ্য।
এতই ভালবাসেন এতো দিয়ে যিনি
প্রিয় সৃষ্টি এ মানবেরে,
অথচ অনেকে আজ অকৃতজ্ঞ বটে
ভাবতে চায় না স্রষ্টারে।
সৃষ্টির কল্যাণে প্রভু সুনিয়ম দিয়ে
জানান সুদিনের কথা,
লাখো লাখো মোমিনরা কৃতজ্ঞ তৃষ্ণার্ত
চলছে তাঁর সুপথে যথা।

www.nagorikpathagar.org

রয়েছেন চেনা অচেনা আলেম ওলামাগণ।
ভাবছি, কে হবেন আমার জানাযা নামাযের ইমাম?
হতেও পারে এখনও অনাগত সেইজন।
যদি প্রভু ক্ষমতা দিতেন আমায়–
যদি চিনতাম আমার জানাযা নামাযের ইমামকে,–
দুর্গম পথ পাড়ি দিতেও ছুটে চলতাম মুহূর্তে।–
তাঁর সম্মুখে ভিন্ন শ্রদ্ধায়
কেঁদে কেঁদে কাঁচু-মাচু হতাম,
আলিঙ্গন করে ধরে কাঁদতাম,
তিনিও আদর করে বুঝালে শান্ত হতাম! –
নির্ভেজাল অনুগত শিষ্য হয়ে–
চেয়ে থাকতাম তাঁর খুশিমন দেখতে।

যদি চিনতাম আমার জানাযার
সব নামাযীকে, ছুটে গিয়ে শ্রদ্ধায় –
মাটি মোম হয়ে গলে যেতাম প্রায়!

কিন্তু হায় হায়,– যাঁর নির্দেশে জানাযা নামায,
জানাযা শেষে যাঁর কাছে যাচ্ছি –
তাঁকে নিয়ে কতটুকু ভাবছি?
যিনি তা প্রথম শেখালেন –
তাঁকে নিয়ে কতটুকু ভাবছি?
দাঁড়িয়ে থাকছি কি আল্লাহ ও
রাসূলের নির্দেশ মানতে?
ক্ষতির ধরায় প্রভুর সাহায্য পেতে
ব্যস্ত কি যোগাযোগ রাখতে!

www.nagorikpathagar.org

সুনিয়মে সূর্য

যদি সূর্য নয় কারও সঠিক নিয়মের অধীন
তবে কেন বিলিয়ে দিচ্ছে আলো আমাদেরে ?
কেন তার শিষ্টাচারের প্রমাণ?

ইতিহাসে ঘটনা অগণন,
আছে কি সূর্যের নীতিহীন চলন?
হারিয়ে যাওয়া কিংবা পৃথিবীকে
ঝাপটে ধরে অঙ্গারকরণ?

স্রষ্টার মহাবিজ্ঞানে মানবের কল্যাণে
সূর্য বস্তু মূল্যবান, দীপ্তিমান,
সুনীতিতে চলমান।

অথচ এখনও অনেকে উদাসীন,
আবার কেউ সূর্যকে করে প্রণাম।
খোঁজে না বোঝে না স্রষ্টাকে, –
সর্বত্র তাঁর চির বাস্তব সুনিয়ম!

www.nagorikpathagar.org

উদ্ভাবন

বদ্ধ ঘরে বেশিক্ষণ নিরস বিষণ্ন মন,
উঠে পড়ি –বের হই পাশেই যে বহুজন,
মুক্ত খোলা মাঠ, পার্ক আরো ওয়াকিং ওয়ে,
চলি অকপট মনে;– অদ্ভুত ব্যাপার বটে! –
অনুভব অবেষ্টিত ক্রমেই উর্বর মন,
মগজের কোষগুলো পেয়ে যায় নব প্রাণ।

আলো, বায়ু, জনরব
আরও বহু অবয়ব
সরস সজীব মন
মগজের তাজা প্রাণ
মিলে মিশে কল্পনায়
নকশাটি এঁকে যায়।

খাবারের অনুভবে, যেন মাছ ভেসে সবে।

অসঙ্গতি, মনোরম
দেখে চলে দু'নয়ন
ফুটে উঠে কত কিছু
ভেসে রয় উঁচু নিচু
তারপর মনোযোগে
সাজে সব অনুক্রমে।

নব ছন্দময় ক্ষণ সুখময় এই মন,
হৃষ্ট চিত্তে ঘরে ফিরি ধ্যানকে করে সুলালন,
লেখনীতে হয় মালা হয় কিছু উদ্ভাবন।

www.nagorikpathagar.org

এ মন নয় আমার বিলাসীর মন

লঞ্চে কেবিনে ভ্রমণ –
এ মন নয় আমার বিলাসীর মন।

চাই নিরিবিলি এইক্ষণ, –
মুছে দিতে স্থূল হওয়া সব, –
দৃষ্টিতে পেতে সব দারুণ অবয়ব,
চাই সুখের মেজাজ আর অনুভব।

দ্রুতই ভুলে যাই সাজানো কেবিন,
চৌদিকে যায় চোখ, চোখ মন
লেগে যায় নিবিড়ভাবে কিছু দৃশ্যে।

রাত বেড়ে চলে, গভীর উদার নদী দেখে
উদার গভীর মনে ভাবনা রাশি রাশি।

ঘুমন্ত পৃথিবীর নীরবতা ভেঙে
ক্রমে ক্রমে ছোট নদী ছেড়ে
প্রশস্ত নদীর বুক চিরে লঞ্চ চলে সুগতিতে।

নানা কল্পনা থামিয়ে ছোট ছোট নৌকা দেখি
চরে মাঝে মাঝে; ক্ষীণ আলো সেথায়
এক দু'জন করে বিবিধ উপায়ে মাছ ধরে।
–আহা, পেতাম যদি অমন সুখ!
তারা কি কষ্টে?
কষ্ট পেতাম?
–যদি জীবন নিয়ে যেতো ঘুম তাড়িয়ে
আহার যোগাতে ওখানে, তাও ভেবে দেখি।

www.nagorikpathagar.org

– হয়ত মধ্য নদীতে ঝড় বাতাসে ইলিশের নৌকায় দুলতাম,
কষ্ট, শীত, বৃষ্টি ভুলতাম যদি জালে গাঁথা বেশি মাছ দেখতাম।
টর্চ ঘুরিয়ে চিৎকার দিতাম, হে লঞ্চ দূর দিয়ে যাও, –
আমার রিজিক এখানে, আমার সন্তানের আহার।

লঞ্চগুলোর পাশাপাশি চলাচল ক্রসিং
ভয় পাইয়ে দেয় আমাকে। ক্ষাণিক ভেবে
বিশ্বাস হারাই অতীতে কারও কারও ভুল দেখে।
বিস্তৃত বৃহৎ মেঘনা, পদ্মার ক্ষুধিত রূপ ওঠে ভেসে,
দেখি বড় তীক্ষ্ণদন্ত হাঁ করা বিশাল মুখ, ভয়ে মনে হয়
কুমির পাশে, অসহায় হই,
দেখি বৈশাখী ঝড়ে মাতাল রূপ,
খুব আতঙ্কিত হয় মন।
– এই দেহ এই মন নিয়ে হাজার হাজার জন
ডুবে গিয়ে ছটফট করে হারিয়েছে প্রাণ!

আমার সুভাবনায় ছেদ পড়ে যায়,
এসে যায় ত্রাস। উঠে পড়ি,
ঘুমাতেও যে কিছু হবে।

এমনি করে ভাবনায় ভাবনায়
শেষ হয়েছে কত দিনের কত ভ্রমণ!

www.nagorikpathagar.org

পূর্ণ বিশ্বাসী ছাড়া সফল হয় না

হীন স্বার্থের টানে কিংবা ক্ষীণতর মনে
দুর্বল মতামত
করে ফেলে উদ্ভট।

জ্ঞানের দৈন্যতায় বহু একচোখা হয়
অস্থির রয় সব
ঘটে চলে বিভ্রাট।

জ্ঞান ও গুণে বহু ব্যক্তিত্ব
সঠিক কাজে সংযমে তিক্ত
সমাজ হবে সৌন্দর্য-সিক্ত।

—পূর্ণ বিশ্বাসী ছাড়া পূর্ণতা পায় না
পূর্ণ বিশ্বাসী ছাড়া সফল হয় না।

www.nagorikpathagar.org

প্রায় শূন্য লাইব্রেরী

হতাশ অগ্রযাত্রীরা, ব্যথিত চিত্তে
দীর্ঘশ্বাস তাদের! লাইব্রেরী আছে,
সে জ্ঞানের রাজ্যে নেই শিক্ষার্থী ।

বিশাল মাঠে উর্বর ভূমিতে
মাত্র ক'জন মহান কৃষকের
শস্য বোনার ন্যায় কিছু লোকের
আনাগোনা – অধ্যয়ন
লাইব্রেরীগুলোতে।

আপন ঘরেও কারও কারও অনীহা বই তুলে নিতে।
ডুবে থাকা দুর্নীতির ব্যক্তিটি
ভীত হয়ে দূরে যায় ভাল বই দেখে।

চাপাবাজি, মিথ্যাচার, প্রতারণা, ভণ্ডামিতে
নাচিয়ে দুলিয়ে জনগণ, –
সুফল যে ওগুলোতে অনেক!
তাই দুর্বহ শ্রমে ঔদাসীন্য।

বই পড়ে জ্ঞানী হয়ে নয় বরং
কুচিন্তায় পশ্চাদগামী হয়ে
অনেকেই চৌকষ হয়।

অসংখ্য সমাজপতির দুর্বল
দায়িত্ববোধে জনতার শান্তি নিরাপত্তা
বিঘ্নিত, দেউলে হয়ে পড়ছে অগণিত মানুষ।

বই পড়ার অভ্যাসে কলুষমুক্ত হয় মন,
জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে আসে ধন, ব্যক্তি সমাজ পায় ভাল মান।

www.nagorikpathagar.org

মাদকের আখড়াগুলো ভেঙে
চাই বই তুলে দেয়ার উদ্যোগ
বই পড়ার নেশা।

ভাল বই পড়া আর সুশিক্ষার আন্দোলনে
দৃঢ় প্রত্যয়ীর সাথে দীর্ঘ সারি হবে আমাদের।
জীবন্ত হয়ে উঠবে ঘরের বাইরের সব লাইব্রেরীগুলো!

www.nagorikpathagar.org

একদল মোমিন ছুটে চলছে

একদল মোমিন ছুটে চলছে
পূর্ণ বিশ্বাসে পূর্ণ সুপথে
আল্লাহকে করে ভয়।
একদল মোমিন ছুটে চলছে
পূর্ণ নিষ্ঠায় পূর্ণ খুশিতে
সম্মুখে তাদের জয়।
একদল মোমিন ছুটে চলছে
পূর্ণ প্রতিভায় পূর্ণ যতনে
নিরত সুশিক্ষা লয়ে।
একদল মোমিন ছুটে চলছে
পূর্ণ কৈফিয়তে পূর্ণ হিসেবে
সুকঠিন কষ্ট সয়ে।
একদল মোমিন ছুটে চলছে
পূর্ণ প্রেম নিয়ে পূর্ণ আবেগে
ত্যাগের প্রমাণ যে রয়।
একদল মোমিন ছুটে চলছে
পূর্ণ একতায় পূর্ণ সাহসে
তিমিরে ঢুকে করে ক্ষয়।
একদল মোমিন ছুটে চলছে
পূর্ণ স্থৈর্যে পূর্ণ ধৈর্যে
বয়ে বুকে মহৎ হৃদয়।
একদল মোমিন ছুটে চলছে
পূর্ণ সততায় পূর্ণ জ্ঞানে
নতুন সমাজের আশায়।
একদল মোমিন ছুটে চলছে
পূর্ণ নিবেদনে পূর্ণ জীবনে
পেতে আল্লাহর সদয়।

www.nagorikpathagar.org

সুগন্ধির মতই তুমি

অনেক কাঁটা বিদ্ধ হয়ে কষ্ট সয়ে পূর্ব পুরুষের অর্জন ছিল;
কিংবা তুমিও শ্রম কম দাওনি দুনিয়ার কিছু সম্পদ হাতে নিতে।
এত বোঝা, দায়ভার কাঁধে নিয়ে কি করছ হে প্রিয় নতুন!

কথা আছে : যদি অর্থ, দামী বিষয়গুলো অকাজের পড়ে রইল,
কিংবা মানবের অকল্যাণে সব ছাই-ভস্ম করে কাজ চলল।

তুমি অনুদ্বিগ্ন কঠিন জীবন-সায়াহ্নের কথা ভেবেও ?
তুমি চির উদাসীন শত বছরও এমনি থাকতে চাও ?
তোমাকে নিস্তব্ধ করবেন যিনি – ভাবছো না তাকেও?
সম্পদের মূল মালিক প্রভু – ভাবছো কি একটিবারও ?

সৃষ্টির সেরা মানব আমরা – নিমজ্জিত চরম ক্ষতির মধ্যে ;
তুমি থাকতে পারনা সেথায় প্রভুর নির্দেশিত পথে উঠে না এসে!

খসে পড়ার সত্য দেখেও আমরা অসীমের পানে ছুটতে চাই,
চাই চিরজীবী হতে, চাই শত বছরের পরও বছর বছর;
কিন্তু একদা নিষ্ফল হয় আবেদন – জীর্ণ-শীর্ণ হয় প্রত্যাখ্যাত।

হে প্রিয়, তুমি অমর হয়েই থেকে যাওনা! –
সুগন্ধি বাতাসে ভেসে বেড়ালে ঘ্রাণেন্দ্রিয় তা লুফে নেয়,
তেমনি অসংখ্য চোখ-মুখ-কান তোমাকেও ধরে রাখবে, কারণ :
যদি হয় তোমার শুদ্ধ জীবন আর
বুদ্ধির অভীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে
প্রভুর পথে তাঁরই সম্পদ ব্যয়।

www.nagorikpathagar.org

নেতার আহ্বান

নেতা এলেন ধীরে
জনতার ভিড়ে
জানাতে কাজের গতি,
অশ্রু ভেজা চোখ
কাঁপা কাঁপা মুখ
রয়েছে গভীরে জ্যোতি।

শুধালেন এ বীর
যে বিনয়ী ধীর
– বলি কথা মন খুলে,
ব্যথা ভরা এ দিল
বিষে বিষে নীল
কখন যে যাবো মূলে।

দেখি কমই সজ্জন
লেগে কতজন
সাজানো মুখোশে মুখ,
ভুলে দুঃখীর দুঃখ
খুঁজে নিজ সুখ
বাঁধায় অখুশি মুখ।

ধ্বংসে চলে দুরাত্মা
সুখের সদাত্মা
হটাতে হবে ওসব,
ওরা হলে নাখোশ
যতই আক্রোশ
পক্ষে যে মোদের রব।

www.nagorikpathagar.org

হৃদয়ে ডেকে চলো
অহংকার দলো
হিকমতে নয়কো ভুল,
অতীত ইতিহাস
অগণিত রাশ
ছিল হেদায়াত কূল।

কিসের সব ভয়
হবে হবে জয়
মূল্যই দ্বীনের কাজে,
নিয়ে খাঁটি ঈমান
চলো আমরণ
দ্বীনের বিধির সাজে।

ত্যাগ বেশি বেশি
ভুলো রেষারেষি
ফায়দা যে কাজে কত,
পৌঁছে যেতে মন্‌জিলে
খাঁটি এক দিলে
আল্লাহকে বলো শত।

www.nagorikpathagar.org

জনতার স্বপ্ন

আমি জনতার সাথে মন দিয়ে
দেখে নেই সম্ভাবনার ভিতরটাকে।
– সুন্দর – অতি সুন্দর
– মহৎ – অতি মহৎ তোমার ভিতর,
আরও জ্ঞান-বিজ্ঞান
করেছে তোমাকে মহান।

তোমার বুদ্ধি-নিপুণতা জনকল্যাণে,
– আমি প্রকৃতই ভালবাসি তোমাকে,
সন্দেহ নেই জনতার মধুর স্বপ্ন
তোমাকে নিয়ে!

ক্বাযিরের পথ মারায় কুজন
আরও পূর্ণ করে ঝুলি,
তার ভাল লাগে না ভাল,
অপ্রিয় তার বিদ্যা-জ্ঞান।
অবিশ্বাস আর দুর্দশায়
শান্ত সে মন, হট্টগোলপ্রিয়,
কখনও ধূর্ত,–দ্বন্দ্বই তার ভরসা।
– কি করে পায় সে ভালবাসা?

তোমার সাথী, –
যাঁরা শতগুণে জনতাকে অভিভূত
করেছে, আর নয় পিছিয়ে থাকা,
অন্যায় বেমানান সে পিছিয়ে থাকা।

www.nagorikpathagar.org

লাউকাঠি নদীর পারে

লাউকাঠি নদীর পারে বসে
চোখ পড়ে ওদিকে,– ইঞ্জিনের নৌকা যাচ্ছে ছুটে –
মাঝে বসা কিছু লোক; –
দূর থেকে মনে হয়
নিশ্চল কিছু পুতুলের মত;
কে জানে কার কোন্ গন্তব্য রয়েছে ?

সর্বত্রই এভাবে ছুটে চলছে অগণ্য জন, –
উত্তম কাজে, বেশি কাজে কিংবা কেউ অকাজে।

www.nagorikpathagar.org

বীর জানাও আহবান

হে প্রিয় মুসলিম বীর, তুমি কি প্রস্তুত ?
আমি তো দেখেছি তোমার ভিতরে
সযতনে জ্ঞান রেখে থরে থরে
শুধু খেটে চলো থেকে বদ্ধ ঘরে।

তোমার জ্ঞানের বিশাল আধারে
ডুব দিয়ে আমি জাগি বারে বারে
ছুটে চলো বীর চলো অন্ধকারে
বের হবে তারা যারা অধঃঘরে।

জ্ঞান চাই,– জ্ঞান-আলো চাই শুধু জ্ঞান,
এ সমাজ আগাবেই পাবে ঠিক মান,
হে বীর জানাও পষ্ট সত্য আহবান।

www.nagorikpathagar.org

কাশ্মীর

কাশ্মীর, তুমি আমাদের প্রিয় কাশ্মীর।
তোমার দিকে তাকালে আলোকিত দিনটি
মেঘলা হয়ে যায় থেমে যায় আনন্দ গীতি,
ভুলে যাই সুখের কবিতা, জীবন-প্রীতি;
হৃদয় সংকুচিত হয়ে ধমনী শিরার
প্রবাহ হয় শিথিল!

তুমি স্রষ্টার, স্রষ্টার সুনিয়ম তোমার দেহে
চলবে, সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষায় প্রচণ্ড খুশিতে
তোমার বুকে তোমার ছেলেরা লড়ছে নৈপুণ্যে!

ভাইগুলো ভুলে গেছে পৃথিবীর লাভালাভ
ভুলে গেছে আকর্ষণ আর ইন্দ্রিয় বিলাস,
তোমাকে সাজাতে ভুলে গেছে জীবনের সুখ।
প্রাণের ভাইগুলোর সম্মুখে যদি কারও মৃত্যু
সে তো জয়োল্লাস, অসীম জীবনের জয়।
থাকে যদিও হিমবাহ কি শিশির-সিক্ত হয়ে,
ওরা অমর, প্রভুর ঘোষিত পুরস্কার পেয়ে যায়।
সুশোভিত বাগিচায় চোখ জুড়ানো গালিচায়
ওদের মিলন মেলায় সুখের সাথী হতে
আরও কতজন উন্মুখ!

কাশ্মীর, তোমার বুকে শহীদরা শুয়ে আছে!
প্রভুর শ্রেষ্ঠ পছন্দের মানুষগুলো তোমার বুকে,
তুমি অনেক অনেক মূল্যবান আমাদের কাছে।
তোমায় শত্রুমুক্ত দেখতে আমরা ব্যাকুল অধীর,
কাশ্মীর, তুমি আমাদের প্রিয় কাশ্মীর।

www.nagorikpathagar.org

প্রয়োজন

অবিরত শুদ্ধ আত্মায় আদর্শকে
সুলালনে কঠিন সংগ্রাম প্রয়োজন।

প্রয়োজন উন্নত মম, সংহত জ্ঞান,
বিকশিত জীবন আর দারুণ দূরদৃষ্টি।

প্রয়োজন আল্লাহ্‌র পথে কাজ-পাগল
বহু বহু সংযমী-সাহসী পুরুষ-নারী।

প্রয়োজন ইবলিসপ্রিয়দের মুখোমুখি হয়ে
বজ্রের ন্যায় আঁতকে ওঠার ঝলকানি।

প্রয়োজন হীনমনাদের অপকৌশলে
সৃষ্ট কুয়াশাকে দ্রুত ভেদ করে চলা।

প্রয়োজন ঈমান আর আল্লাহ্‌র খুশিকে
হৃদয়ের রক্তপ্রবাহের সাথে মিলিয়ে নেয়া।

www.nagorikpathagar.org

অপেক্ষা

আহা, প্রাণ জুড়ানো দলে দলে পথিকৃৎ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, সমাজসেবক।
অনেকেরই নিখাদ নিবেদন, কিন্তু অসংগঠিত, বিচ্ছিন্ন শতসব উদ্যোগ।
ক্ষয়ে যাওয়া ভেজাল বাঁধে চলছে জোড়াতালি মেরামত।
অসংখ্য ছিদ্র, বিষাক্ত প্রবাহ, ডুবে যাচ্ছে সুবিশাল সুনিবাস স্থল,
– চির অনগ্রসরতা!

আমাদের প্রয়োজন –
অকৃত্রিম যোগসূত্র
নিদারুণ বন্ধন
– মিলিয়ে সারি সারি ত্যাগী গুণীজন।
যারা ঐ সংগঠক
খানিকটা এগিয়ে,
– সবল চাই আরও যোগ্যতাও আরও।

উদগ্রীব হয়ে অগণিতজন পেতে ইস্পাত-কঠিন বাঁধ আর বন্ধন,
অপেক্ষায় তারা সুসংগঠকদের জানাতে সুখের অভিনন্দন।

www.nagorikpathagar.org

কিছুই যায়নি ফুরিয়ে

মহান স্রষ্টার বিশাল সৃষ্টিতে
সম্পদের সৃষ্টি, হিসেব তাঁরই হাতে।
অগণিত মানুষ খেয়েছে,
সুখ, সখ, সাধনা পুড়িয়েছে,
কিছুই যায়নি ফুরিয়ে।

মানবের সম্মুখে অগণ্য বিষয়ের অসংখ্য পৃথিবী
হাতছানি দিয়ে ডাকে এগিয়ে যেতে খোলা পথে
খুঁটে খুঁটে উন্মুক্ত করতে
গভীর ধ্যান আর কঠিন শ্রমে।

একের সুখে অন্যে যেন কাতর না হই।
আক্রান্ত না হই অলসতায়, হীনতায়।
হিংসায় জ্বলি না জ্বালাই না অন্যকে।
ভালবাসি এ বিশ্বাস,– এ মন-প্রাণ উদার
আরও ব্যর্থ নয় তাকাতে আখেরাতের দিকে।

এমনি চাই : আমার আমিকে নিয়ে,
আমার বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাবো
মহান মালিকের দয়ায়
জীবনের পূর্ণতার পথে।

www.nagorikpathagar.org

নদী পায়রা

সুন্দর আর ভয়ংকর মিলে এক নদী পায়রা।
জন্মে বড় হয়েছি এ নদীরই পাশে।
ছোট বেলায় দাদুর সাথে ধরেছি মাছ
চরে নদীর কিনারে,– চিংড়ি, টেংরা, ভাটা, পোমা
আরও কত কি, সে ছিল এক মজার তৃপ্তি!

ভয়ে ভয়ে কূলে কূলে অনেক সাঁতরিয়েছি,–
যে গভীর নদী আরও খরস্রোতা!

কত ভাবনা, কত খেলা, হৃষ্ট চিত্তের শিহরণ
আবার কত ভয়ংকর ভাঙন, গর্জনে ভেঙে
পড়া ঢেউ, নৌকাডুবির অঘটন যা জীবনের
এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা!

এ জীবনে দেখেছি কোন পারে চর বেড়ে শুধু
বড় চর, কখনও কোথাও চরের ভাঙন,
কোথাও ভাঙনের কূলে শুধুই ভাঙন।

তার রুক্ষ্ম রুদ্র রূপে ব্যথিত হয়েছি অসহ্য হয়ে
মুখ ফিরে বাড়ি ফিরে গেছি অসংখ্যবার।
আবার ফিরে গেছি তীরে ভিন্ন টানে! –
অথই পানির আধার, স্রোত বয়ে চলে,
কলকল ধ্বনি, ছোট ঢেউ বড় ঢেউ
নৃত্যের দোলা, চলে নৌকা লঞ্চ, চলে মাছ ধরা,
কি যে রূপ –

সব হৃদয় ছোঁয়া!
আজও গেঁথে আছে
যাবার নয় মুছে
আজও গেঁথে আছে!!

www.nagorikpathagar.org

দেখতে চায় না দেশ

দেখতে চায় না দেশ ভণ্ডের খেলা মূর্খের মেলা
হীনমনা ফাঁকাফুসা দুর্বল কিছু লোক,
ইবলিসের আচরণ শূন্য বিচারবোধ,
অকাজেই ফুরে যায় এ জীবনের বেলা
দেখতে চায় না দেশ ভণ্ডের খেলা মূর্খের মেলা।

www.nagorikpathagar.org

আগাম সম্ভাষণ

যে অপরাধী নিজেকে ঘৃণা করতে সক্ষম,
কিন্তু নিজেকে বিশ্বাসে একদম হয় অক্ষম,
এখনও যে তার মন-প্রাণ,
নিশ্চিত অপরাধপ্রবণ।

মৃত্যু এখনও আসেনি, দেরি নয় উঠে এসো,
পুঁতিগন্ধময় স্রোতে তুচ্ছ হয়ে নাহি ভেসো,
দ্রুত তওবা করো এখন,
অপেক্ষায় যে প্রভু মহান।

চোখ মন খুলে দেখো, দেখো গভীর দৃষ্টিতে,
তুমি কতই সুন্দর এ পৃথিবীর সৃষ্টিতে,
বেছে নাও সত্য সুনিয়ম,
হে প্রিয়, আগাম সম্ভাষণ!

www.nagorikpathagar.org

প্রভু মহা দয়াবান

কতদূরে সমাজের উঁচু প্রাণ
ভুলো পথে চলা আর কতদিন
হায়, অপ্রীতিকর সৌন্দর্যহীন।
আশা আছে দূরে নয় বান্দার চেষ্টায় –
যদি খুশি প্রভু মহা দয়াবান।

www.nagorikpathagar.org

মধুর বিপ্লব

যদি দেখতে পাই
পূর্ণ বিশ্বাসী জননেতা
জনতার সম্মুখে, –
শীতল বাতাস
এক সান্ত্বনা দিয়ে যায়
আমাদের হৃদয়ে।

যদি জানতে পাই
পূর্ণ বিশ্বাসী শাসকরা
জনতার সেবক,–
হবে অভিলাষ,
ঘুরে ঘুরে দেখতে সব
মধুর মুখাবয়ব।

যদি শুনতে পাই
পূর্ণ বিশ্বাসী নেতাদের
সুস্পষ্ট ঘোষণা –
আল্লাহ্‌র দেশে
তাঁর সুনিয়ম চলবেই
আর কোন দেরি না, –
চলবেই সম্মুখে
নির্ভয় মনে উঁচুশীরে
এদেশের জনতা।

– হবে সহজ চলার পথ
হবে এক মধুর বিপ্লব।

www.nagorikpathagar.org

হিংসায় জ্বলে জ্বলে

হিংসায় জ্বলে জ্বলে পাগল হয়ে
খুঁড়তে ছুটে যে অন্যের কবর,
সবার লাগাম যে প্রভুর হাতে
সে তো নির্বোধ নেই সে খবর।

www.nagorikpathagar.org

নিঃশব্দের জীবনগুলো

সারি সারি গাছগুলো মাটি-মায়ের বন্ধনে
অনড় দাঁড়িয়েও আমাকে কাছে টানছে,
কেড়ে নিচ্ছে চোখ-মন-প্রাণ।
আমি ভাবছি, শুধুই ভাবছি আর
নয়নে মেখে নিচ্ছি প্রভুর বিস্ময়কর রূপের দান।

চির নিশ্চুপ নিশব্দের জীবনগুলো
আল্লাহর নিয়মেই সবকিছু পাচ্ছে।

এইক্ষণে বাতাসে দুলছে ছোট পাতাগুলো,–
বসে থাকা শিশুদের দ্রুত পা দোলানির মতো,
নির্মিলিত চোখে মনে দেখি
কল্পনায় ভাসে অনেক নিষ্পাপ শিশু
ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে চায় মন!

নিষ্পাপ উদ্ভিদ প্রকৃতিকে করেছে অপরূপ,
এইক্ষণে আমার হৃদয় ছুঁয়ে ভাবিয়ে চলছে নানা কিছু।
বাতাসে নেচে দুলে গাছগুলো বহু কাজ সারছে।
অবিরত দিচ্ছে মানবের ওদের জীবনের সবকিছু।

ওরা বিদ্রোহ কোনদিন করেনি
দাঁড়ায়নি মানুষের বিপরীতে
হয়নি প্রকৃতির নিয়ম বিলীন,
কিন্তু আমরা সেরা জীব নিয়মহীনে
আমাদের আজ ভয়াবহ দুর্দিন।

www.nagorikpathagar.org

মানুষ

মানুষ,- মাঝে মাঝে আমার মস্তিষ্ক ছুঁয়ে যায়।

আমরা কত হাজার কোটি নিরুদ্দিষ্ট হলাম
তার হিসেব স্রষ্টার কাছে, আমাদের উদ্বিগ্নতা নেই।
শুধু আপন স্বার্থে সম্মুখে - এদিকে - ওদিকে
ছোটাছুটি করছি ব্যস্ত হয়ে অনেক-অনেক বছরের জন্য।
অথচ শত বছরে প্রায় সব চলে যাবো, পুরো অন্য দল
এসে আমাদেরে ভুলে, ত্যাগ করে দখলে নিবে সবকিছু।

নিজের প্রতি সীমাহীন ভালবাসায় মানুষের জীবন হয়।
এ ভালবাসার মাঝে গভীর ছেদ হলে তবে আর
পূর্ণ জীবন নয় অথবা হয় পাগলের অন্য জীবন।
প্রয়োজন, ভয়, কষ্টের অনুভূতি অন্যের জন্য ত্যাগ শিখায়।
জ্ঞানী, গুণী, ভাল মানুষের অভাব নেই আবার অভাব নেই
জ্ঞানহীনদের, আরও ইভিল-জিনিয়াসরাও কম শক্ত নয়।
একদল ঢের বেশি পেয়ে যায়, ফলাফল: একদল চরম নিঃস্ব,
আর একদল কঠিন সংগ্রাম করে বাঁচে।
নিয়তই বেহিসাবের সব ঘটনা, কারন, সাধনা,-
এসবের ফলাফল চলছেই পৃথিবী জুড়ে,
আরও জমা হয় সাথে নিতে ওপারে।

আবার ফিরে যাই- আমাদের দিকে অন্য দৃষ্টিতে তাকাই।
তারকা অতারকা সবাই সৃষ্ট এক উপাদানে, একই মানুষ।
জ্ঞান, গুণ, অর্থের জোর আর মর্যাদাকে একে অন্যে বিস্ময়ে দেখে।
শুধু আকৃতির ভিন্নতা দিয়ে অবাক- অবাক করলেন প্রভু।

অসীম গুণের আধার, তাঁর সখের প্রাণীটিকে
চমৎকার করেই বানালেন-চমৎকার!
মগজ, হৃদয়, মুখ, চোখ, কান এভাবে সবগুলোই

www.nagorikpathagar.org

সঠিক অবস্থানে। আর বানালেন একটি গোপন মন
কঠিন সিন্দুকে, – যা হতে পারে আকর্ষণ বিকর্ষণ,
হতে পারে অনেক উঁচু অনেক নিচু,
ছিনিয়ে নিতে পারে না কেউ।

মন ধ্বংস করা যায়, অসুখ হয় এ মনে,
মনের অসহ্য যন্ত্রণায় প্রিয় প্রাণও যায়,
আবার প্রাণের বিদায়ের সাথে মনও নিভে যেতে বাধ্য হয়।

www.nagorikpathagar.org

এ যে অসীম জীবন

জীবন তো শেষ নয় এখানেই– এ যে অসীম জীবন;
– তাই হোক চেষ্টা আশা,
জীবনকে ভালবাসা। –
বিকল না করে তাঁর নিয়মকে – ক্ষতি করে পরজন;
– ওপথ যে অধমের,
ধ্বংসের চিরভস্মের।

www.nagorikpathagar.org

জীবনের লক্ষ্য

জীবনের সব উদ্যমের মৌলিক লক্ষ্য কি ?
দৃঢ় সংকল্পে পৌছব কোথায় সেকথা কি জানি ?
বিশারদ হতে অস্থিরতা চেষ্টায় বুনুনি,
সম্মান পেতে সম্মুখে চলা সেটিরও অর্থ কি ?

– এ জীবনের পূর্ণতা আর সাফল্যের শান্তি।

– সেই পূর্ণতা কি শোষণে শোষণে গড়া ?
সেই পূর্ণতা কি দুর্বল হটিয়ে করা ?
সেই পূর্ণতা কি নিষ্ঠুর ভণ্ডামি ভরা ?

সেই পূর্ণতা কি নির্যাতন করেই অর্জন ?
সেই পূর্ণতা কি ফাঁকাফুসা মুখেই গর্জন ?
সেই পূর্ণতা কি স্রষ্টার ভাললাগা বর্জন?

–তবে সে তো ইবলিসের দারুণ সফলতা !
সাফল্যের বিপরীতে নিদারুণ ব্যর্থতা!
ক্ষণিকে নিষ্প্রভ হবে ধ্বংস অদৃশ্য হবে
বিস্ফোরকগুলো পুড়ে ভস্মই করে দিবে।

ঐ পূর্ণতা হবে খাঁটি উপাদানে,
ঐ পূর্ণতা হবে প্রভুর নিয়মে,
ঐ পূর্ণতা হবে চকচকে আলো,
ঐ পূর্ণতা হবে অকৃত্রিম ভালো।

ঐ পূর্ণতা হবে জ্ঞান–জ্ঞান আর জ্ঞানে,
ঐ পূর্ণতা হবে নিত্য সূক্ষ্ম শিক্ষাধনে,
ঐ পূর্ণতা হবে বাতাসে ভাসা সুগন্ধি,
ঐ পূর্ণতা হবে জনতার খুশি বন্দী।

www.nagorikpathagar.org

ঐ পূর্ণতা হবে কৌশলের এক ভাণ্ডার,
ঐ পূর্ণতা হবে শক্ত হাত সেই ঝাণ্ডার,
ঐ পূর্ণতা হবে স্রষ্টার সম্মুখে নম্রনত,
ঐ পূর্ণতা র'বে যুগ যুগ ধরে অবিরত।

আমার পূর্ণতা সফলতার পূর্ণবৃত্ত,–
অর্থ যার অসীম জীবনের মুক্তি শান্তি,
তবেই আসুক আমার সেই শেষ ক্লান্তি,
আশা, উষ্ণতা, বেদনার এক সুসমাপ্তি,
হই যেন স্রষ্টার প্রিয়জন আসে মৃত্যু।

www.nagorikpathagar.org

সুন্দর স্বপ্নটি

জনতার নীতি-নির্ধারকরা হোক স–ব জনতার নেতা,–
পীড়িত, শোষিত, নিঃস্ব স–ব মানুষের।
সততা নিষ্ঠায় কি এগিয়ে যাচ্ছি আমরা ?
মন্ত্রণার ব্যক্তিরা হয়ত নির্বিকার নয় কিঞ্চিৎ
দুর্নীতি আর বৈষম্যের কঠিন দেয়াল ভাঙতে
সংকল্পে আদর্শে শক্তিমান।

শৃঙ্খলায় শান্তি দেশময় কিছুটা। অগ্রপথিকরা
ভাবছেন বিশাল দরিদ্রগোষ্ঠী আর উপচে পড়া বেকারদের কথা।
স্তূপে স্তূপে অর্থ আর কত নিরর্থক করে রাখা চলবে ?–
লক্ষ লক্ষ জনতা-শ্রমিককে শুষে ফুলে ফেঁপে
আরও কত মজা লুটা চলবে ?
ছোট ছোট শিল্প-শহর– বেকার অভাবী গণমানুষের
নাগালের অর্থনৈতিক কেন্দ্র আরও কত দূরে ?

সৎ সাহসী মন্ত্রণার প্রধান ব্যক্তি হয়ত চাটুকার বেষ্টনীমুক্ত,–
সমাজ-ভাবনা আর হিতৈষণার মন্ত্রে কঠিন
তার সঠিক যোদ্ধাদের নিয়ে।–
হয়ত এ মুহূর্তে ভাবনা তাদের বেশি –
দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ আর সম্পদের সুষম বন্টনবিধি।

www.nagorikpathagar.org

তিক্ত পৃথিবী মধুর

কখনও অসহ্য চাপাচাপি-
ভুলতে চাই এ পৃথিবীকে।
সত্যি কি সুনিবাস পৃথিবী ?
এযে যন্ত্রণার তিক্ত স্থান।
কিন্তু কোথায় যাবো আমাকে নিয়ে- জীবিত মানুষ!

- ভেবে গভীরে, ঢুকে পড়ি ধৈর্যের ঘরে।

হয়ত কেটে যাবে কালো মেঘ
আবার বেরুবে ঝলমলে আলো,
শুনব পাখির কূজন,
খাদ্যে পাবো স্বাদ,
জুড়াবে এ প্রাণ!

আবার হবে সুন্দর পৃথিবী
আহা মধুর পার্থিব জীবন!

www.nagorikpathagar.org

একদল বিশ্বাসী কবি

একদল বিশ্বাসী কবি
আল্লাহ্‌র পথে চলছে।
একদল বিশ্বাসী কবি
ন্যায়ের পথে লড়ছে।
একদল বিশ্বাসী কবি
সুদিনের কথা বলছে।
একদল বিশ্বাসী কবি
প্রকৃতিকে নিয়ে ভাবছে।
একদল বিশ্বাসী কবি
অপসংস্কৃতি দলছে।
একদল বিশ্বাসী কবি
সংস্কৃতি গড়ে তুলছে।
একদল বিশ্বাসী কবি
অবিশ্বাসীদের খুঁজছে।
একদল বিশ্বাসী কবি
সুকৌশলে ডেকে তুলছে।
একদল বিশ্বাসী কবি
নিস্ক্রিয়কে গতি দিচ্ছে।
একদল বিশ্বাসী কবি
সম্মুখের দিকে ছুটছে।

www.nagorikpathagar.org

হে মহান নেতা

বিস্ময়ে দেখার তোমার জ্ঞান-বৃত্তের পরিধি,
স্পষ্ট মনোযোগে সর্বত্র বিচরণগুণ,
উন্নতসব অভ্যাস যা মিলে তোমার
হাতেই মানায় ঐ মজবুত হাল,
আর আমরা টেনে চলি গুণ।

জনগণের আত্মার আকাঙক্ষার সাথে তোমার গভীর প্রেম।
– সেই গুণেই প্রভুর প্রতি আনুগত্য আর বশ্যতার
অসাধারণ প্রমাণে তোমাকে সম্পূর্ণ মনে হয়। –
তাজা সবুজ হয়ে উঠি তোমার আবেশে,
মেরুদণ্ড সোজা হয় মনের জোর বেড়ে,
প্রচুর অক্সিজেন এসে বক্ষ স্ফীত করে,
চাপা ইচ্ছাগুলো ফুল হয়ে ফোটে,
শঙ্কার স্থল দখল করে হিম্মত,
সক্রিয় হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি কাজে।

তোমার বিমোহিত সর্বরূপ আদৃত –
আমাদের হৃদয়ের গভীরে।

তোমার নীরবতা? অকল্পনীয়। তাই যদি হয়,
অভিভাবকহীন আরও নিষ্ক্রিয় হবে বহু কিছু।
অবিকশিত র'বে অনেক অনেক জীবন,
অগমন র'বে সহজ চলার পথ,
সংকীর্ণ হবে সহযোগী পথগুলো,
অসঙ্গতির তীব্র জ্বালা হবে অসহনীয়,
পচন ধরে ক্ষয়ে যাবে বহু মূল্যবান সম্পদ,
সাহসী হারাবে সাহস, অনৈতিকতার খাঁচায়
বন্দি হবে অসংখ্যজন, ভোগবাদে হবে প্রশস্ত পথ,
বিভৎসরূপ হবে তোমার সহযাত্রীদেরও অনেকের।

www.nagorikpathagar.org

ওরা বিপর্যস্ত, – যারা আমাদেরে থামাতে চায়,
যদি কোথাও ওরা পায় জয় সে তো দুর্ভাগ্যের জয়, –
যা আমাদের চির প্রেরণার, – বিজয়ের পথ দেখায়।
ওরা বাষ্পের ন্যায়, আদর্শহীনের থাকে কিইবা পরিচয়,
একদা ওরা নিশ্চিহ্ন হয় কিংবা চলে যায় খুঁড়িয়ে চলার অবস্থানে,
কিংবা ওদের সৌভাগ্য হয়,– আদর্শে গড়ে হয় বিশুদ্ধ জীবনের অধিকারী।

হে প্রিয় কাণ্ডারী, এভাবেই সঠিক পথে বিজয় আসছে আরও আসবেই।

হে মহান নেতা, তোমার সংগ্রামের পথ ভাবায় আমাদেরে–
ভাবায় তাঁকে,–পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত সর্বকালের সেরা মহান নেতাকে।

www.nagorikpathagar.org

সব হবে ফাঁকা

অনিষ্টের জন্য যদি দুনিয়াতে থাকা
দু'নয়ন মুদে গেলে সব হবে ফাঁকা!

www.nagorikpathagar.org

মূল্যবান জীবনটি
(এক মুসলিম মনীষীর স্মরণে)

উত্তম হাল নিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকে
বেহাল বিক্ষুব্ধ সমাজ,
শ্রেষ্ঠ পথের সাধকরা নিশ্চুপ নতজানু নয়,
দেশ জনতার শাশ্বত স্বার্থ রক্ষায় বাধা কিংবা
ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে ক্ষুদ্ধহীন অনুত্তেজিত বরং সুকৌশলী–
এগিয়ে বহুগুণে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ী
কোটি কোটি প্রাণে আলো পৌঁছে দিতে
সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে।

বুদ্ধিদীপ্ত মানুষটি আপনি সতত ছিলেন উদ্যোগী–
মহান মালিকের হুকুম প্রতিপালনে,
চিড় ধরেনি কখনও বিকল বিষণ্ন সমাজ সমৃদ্ধির মনোযোগে।

জবাবদিহিতে যদি কিঞ্চিৎও ব্যর্থ মালিকের কাছে,
শেষ শয্যায়, খলিফা ওমর ভেবে অস্থির–
কেঁদে বুক ভাসালেন!
তাই তো ভয়ে আপনার প্রাণ নিবেদিত র'লো সারাক্ষণ
চিরবিদায়ের ক্ষণপূর্বেও।

মূল ঠিকানায় তাকিয়ে জীবন গড়েন যাঁরা
আসল বুদ্ধিমান তাঁরাই, –
তাড়িত সঠিক কর্মে দায়িত্ব।

বিমর্ষ যদিও আপনাকে হারিয়ে আজ,
মূল্যবান জীবনটি আপনার
সুখের সান্ত্বনার আমাদের সবার।

www.pathagar.com

অবেলায় ডাক পড়ে যাবেই

হায়, তিনি খোঁজেননি এ ধরায় সুআগমনের হেতু;
বড় পরজীবনের যোগাযোগে নেই তার ভাল সেতু।
সে যে দীর্ঘ জীবনেও পৃথিবীতে নয় পূর্ণ ঈমানদার;
চিরস্থায়ী ভুল চিন্তা গুপ্ত ইচ্ছা আরো শত প্ল্যান তার।
কত কোষ শুকে গেছে মগজের নেই আস্থা আর তাতে;
কড়া ধীশক্তি হারিয়ে সে এখন ধূসর ম্লানের পথে।
উঁকি দেয় না কখনো ভাবনায় সে সন্ধ্যাকাশের তারা;
সব যেন আছে তার, ব্যথাহীন, নয় কোন কিছু হারা।
তার জীবনের পথে চলে গেছে কত যে নারী পুরুষ;
মনে হয় তিনি বেঁচে দূরে গেছে মৃত্যুর চিন্তার হুঁশ।
থামায়নি কেউ তাকে এখনও যে অনেক পথই বাকি;
দেখা যাবে ভাবা যাবে কবে হবে ঐ দূরের ব্যাপারটি।

দীর্ঘ বাঁচার সুযোগে ভাবনায় জীবনসূর্যটি যদি তার
পূর্বাকাশে স্থির রবেই;
তাই যদি সাথী হয়ে, আফসোস, আসল হবে ফাঁকা
অবেলায় ডাক পড়ে যাবেই।

পারিবারিক গ্রন্থাগার

www.pathagar.com

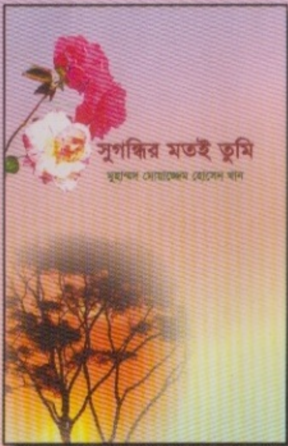

হাসনা প্রকাশনী

কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ৮৬২০৫৯০

৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ৭১৬৪৪৬৮ (অনুঃ) মোবাইল ঃ ০১৭১-২৪১৬২৫

পরিবেশনায়

আহসান পাবলিকেশন

কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
(নীচতলা), ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৬৭০৬৮৬

৩৮/৩, বাংলাবাজার
ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৬৭০৬৮৬